সমকাল

তারিখ 13 DEC 2017
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

মুন্সীগঞ্জ ও বরগুনায় ৩৬৭ স্কুলে পরীক্ষা স্থগিত

■ মুন্সীগঞ্জ ও বরগুনা প্রতিনিধি

প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে মঙ্গলবার মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার ১১৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলা পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, জেলার অপর পাঁচ উপজেলার ৪৮৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলা পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার জড়িতদের শনাক্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পৃথক তিনটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন, জেলা শিক্ষা অফিস ও সদর উপজেলা শিক্ষা অফিস পৃথক এ তিনটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তা ছাড়া স্থগিত হওয়া বাংলা পরীক্ষার রি-সিডিউলসহ নতুন প্রশ্নপত্র তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন জেলা প্রশাসক সায়লা ফারজানা।

প্রশ্নপত্র ফাঁস

মঙ্গলবার দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার বাংলা পরীক্ষা শুরুর আগে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পঞ্চানন বালা সদর উপজেলার ১১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাংলা পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেন। তবে বাংলা পরীক্ষা স্থগিত করা হলেও অন্য বিষয়ের পরীক্ষা আজ বুধবার থেকে নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠিত হবে। স্থগিত হওয়া বাংলা পরীক্ষার নতুন তারিখ পরীক্ষা চলমান থাকা অবস্থায় জানিয়ে দেওয়া হবে বলে শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে।

মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার ১১৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা মঙ্গলবার সকালে বাংলা পরীক্ষা দিতে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তারা জানতে পারে, আজ পরীক্ষা হবে না। অভিভাবকরা প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় পরীক্ষা স্থগিত হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সোমবার রাতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পায়। পরে দ্রুত এর সত্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে ই-মেইলে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়। জেলা প্রশাসক সায়লা ফারজানা প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি শতভাগ নিশ্চিত হয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পঞ্চানন বালাকে সদর উপজেলার ১১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাংলা পরীক্ষা স্থগিত করার নির্দেশ দেন। জেলা প্রশাসক সায়লা ফারজানা জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রধান করে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে সদস্য করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তা ছাড়া স্থগিত হওয়া পরীক্ষার রি-সিডিউল ও নতুন প্রশ্নপত্র তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে বরগুনায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পর এবার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। এ কারণে মঙ্গলবার বরগুনা সদর উপজেলার ২৪৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ইংরেজি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এ ঘটনায় জেলা প্রশাসন দুই সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করেছে।

কমিটির সদস্যরা হলেন– অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) মো. মাহবুবুল আলম ও বরগুনা প্রাইমারি টিচার্স ইনস্টিটিউটের (পিটিআই) সুপার মো. জাহাঙ্গীর আলম। ওই কমিটির আগামী ৭ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের কথা রয়েছে। মঙ্গলবার বরগুনা সদর উপজেলার ২৪৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ইংরেজি পরীক্ষা ছিল। কিন্তু আগের দিন সোমবার পরীক্ষার প্রশ্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ পায়। পরে বিষয়টি জেলা প্রশাসন আমলে নিয়ে পরীক্ষা স্থগিত করে। এ ছাড়া চতুর্থ শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং প্রথম শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতির প্রশ্নও ফাঁস হয়। জেলা প্রশাসন এবং শিক্ষা বিভাগ জানিয়েছে, যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুধু এ তিন বিষয়ের প্রশ্নই ফাঁস হয়নি, অন্যান্য শ্রেণির একাধিক বিষয়ের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

বরগুনা জেলা প্রশাসক মো. মোখলেছুর রহমান জানান, ঘটনা তদন্তে দুই সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।